দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

রাজশাহীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই পাওয়া যাইতেছে না

রাজশাহী অফিস ।। ইংরাজী নূতন বৎসরের জানুয়ারী মাস পার হইতে চলিলেও শুধুমাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য বই পাইলেও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাজার হইতে পাঠ্যবই ক্রয় করিতে পারিতেছে না। বাজারে পাঠ্য বই নাই। দোকানদাররা জানান, নিউজ-প্রিন্ট সংকটে পাঠ্য বই ছাপাইতে বিলম্ব হইতেছে। তবে শীঘ্র বই পাওয়া যাইবে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকা পাঠ্যবই ক্রয় করিতে আসিয়া ব্যর্থ মনোরম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন।

পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে এই আশংকায় ছাত্র-ছাত্রীরা পুরাতন বই ক্রয় করিতে চাহিতেছে না। বাজারে যে নূতন বই পাওয়া যাইতেছে তাহা হইল সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর কৃষি বিদ্যা। লাল রংয়ের নিউজপ্রিন্টে বই দুইটি ছাপা। এই বিশেষ রংয়ের কাগজ সরকার প্রকাশকদের সরবরাহ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এদিকে শহরাঞ্চলের বিপুল

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহীতে

(৩য় পৃঃ পর)

সংখ্যক কেজি ও বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের জন্য আরও সংকটে পড়িতে হইতেছে। রাজশাহী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানান, বেসরকারী প্রাথমিক অথবা কেজি স্কুলে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণের নিয়ম নাই। তাহারা ঢাকাস্থ টেক্সট বুক বোর্ডের কাউন্টার হইতে বই সংগ্রহ করিতে পারে। এভাবে বই দেওয়া হইতেছে কি না তাহা তিনি সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই। রাজশাহী কিণ্ডার গার্টেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান, সরকারী পাঠ্য বইয়ের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই তাহারা পাঠ্য বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করেন। তাই সরকার বিনামূল্যে তাঁহাদের পাঠ্য বই সরবরাহ করিলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হইত।

কাগজ সংকটের দরুন বর্তমানে রাজশাহীর বাজারে সাদা কাগজ ১৫ টাকা প্রতি দিস্তা বিক্রয় হইতেছে। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কাগজ ক্রয় করাও সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া ভারতীয় এক্সারসাইজ বুক বাজারে ছাইয়া গিয়াছে। এগুলির দাম কম। কাগজের মানও ভাল।

স্থানীয় বাজারে কিছুদিন আগে নিউজপ্রিন্টের দাম কমিয়া প্রতি রীম ৫৫০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্তমানে ইহা আবার বাড়িয়া প্রায় সাতশত টাকা হইয়াছে। একই সাথে বাড়িয়াছে হোয়াইট প্রিন্টের দাম। দেশের যে কোন মিলেরই হোয়াইট প্রিন্ট প্রতি রীম এগারশত টাকার নীচে নাই।